প্রথম আলো

তারিখ ... 05 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ১-৬ ...

ভোগান্তিতে ৮৫ হাজার শিক্ষক ও প্রার্থী

মোশতাক আহমেদ ●

দ্বিতীয় ধাপে জাতীয়করণের ঘোষণা দেওয়া ১ হাজার ৭১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে ৮ হাজার শিক্ষক বেতন পাচ্ছেন না পৌনে দুই বছর ধরে। মানবেতর জীবন কাটছে তাঁদের। এদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা ও বেতন স্কেল বাড়ানোর ঘোষণা বাস্তবায়ন হয়নি প্রায় দেড় বছরেও।

এ ছাড়া প্যানেলভুক্ত হয়েও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ পাচ্ছেন না প্রায় ২৮ হাজার প্রার্থী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতায় এমন বিড়ম্বনায় আছেন সব মিলিয়ে প্রায় ৮৫ হাজার শিক্ষক ও প্রার্থী। তাঁদের অভিযোগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গাফিলতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এই অবস্থায় পড়েছেন তাঁরা। ক্ষুব্ধ প্রধান শিক্ষকেরা ঘোষণা বাস্তবায়নের দাবিতে কাল বৃহস্পতিবার থেকে আন্দোলনে নামছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এসব সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া চলছে। কিছু বিষয়ে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন থাকায় তা ওই দুই মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। ওই দুই মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ামাত্র প্রধান শিক্ষক ও দ্বিতীয় ধাপের জাতীয়করণ করা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান করা হবে। আর প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের বিষয়টি এখনো বিচারাধীন। আপিল বিভাগ প্যানেলভুক্তদের পক্ষে রায় দিলেও তাঁরা তা পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন করেছেন। পুনর্বিবেচনায়ও যদি প্যানেলভুক্তদের পক্ষে রায় হয়, তাহলে অবশ্যই তা বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতা

- পৌনে দুই বছর বেতন পান না সাড়ে ৮ হাজার শিক্ষক
- প্রধান শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা বাস্তবায়ন হয়নি
- নিয়োগ আটকে আছে সাড়ে ২৮ হাজার প্রার্থীর

ঘোষণা দেন, যা তিন ধাপে বাস্তবায়নের কথা। প্রথম ধাপে ২২ হাজার ৯৮১টি বিদ্যালয় ও এগুলোর শিক্ষকদের জাতীয়করণ করা হয়। ২০১৩ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয় ধাপে ১ হাজার ৭১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করে জাতীয়করণ করা হয়। এগুলোর প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন প্রধান শিক্ষক ও চারজন করে শিক্ষকের পদসহ মোট ৮ হাজার ৫৯৫ জন শিক্ষককে জাতীয়করণ করার কথা। কিন্তু এখনো তা হয়নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এ-সংক্রান্ত ফাইল চালাচালি চলছে প্রায় পৌনে দুই বছর। ফলে বেতন পাচ্ছেন না শিক্ষকেরা। নীলফামারীর এমন একজন শিক্ষক বলেন, বেতন না পাওয়ায় তাঁদের মানবেতর জীবন কাটাতে হচ্ছে। তিনি দ্রুত এ অবস্থার অবসান চান।

আন্দোলনে যাচ্ছেন প্রধান শিক্ষকেরা : গত বছর ৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার মর্যাদায় উন্নীত করার ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে বেতন বাড়িয়ে মূল বেতন ধরা হয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য ৬ হাজার ৪০০ টাকা ও প্রশিক্ষণবিহীনদের ৫ হাজার ৯০০ টাকা। কিন্তু এখনো এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়নি। এই ঘোষণা বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনের প্রাথমিক কর্মসূচি হিসেবে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেবেন প্রধান শিক্ষকেরা।

বর্তমানে প্রায় ৬৩ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। এ পদটি দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ পদে নিয়োগ দিতে পারছে না। দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার পদে নিয়োগ দেয় সরকারি কর্মকমিশন। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর বলেন, অধিদপ্তর যাতে নিয়োগ দিতে পারে, সে জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে সারসংক্ষেপ পাঠানো হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামত নিতে বলেছে। মতামত চেয়ে এখনো পাওয়া যায়নি।

আটকে আছে প্যানেলভুক্তদের নিয়োগ : রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা নিয়ে ৪২ হাজার ৬১১ জনকে প্যানেলভুক্ত করা হয়। এঁদের প্রায় ১৪ হাজার জনকে নিয়োগও দেওয়া হয়। কিন্তু ২০১৩ সালের এসব বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা হওয়ায় বাকি সাড়ে ২৮ হাজার প্রার্থীর নিয়োগ বন্ধ করে মন্ত্রণালয়। এ নিয়ে আইনের আশ্রয় নিলে গত মে মাসে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে ১০ রিট আবেদনকারীকে নিয়োগের নির্দেশ দেন। এ ছাড়া গত ১৫ ডিসেম্বর পৃথক তিনটি রিটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে ২৬৮ জন প্যানেলভুক্তকে নিয়োগের নির্দেশ দেন। প্যানেলভুক্ত আরও প্রায় ২ হাজার প্রার্থীর নিয়োগ প্রশ্নেও হাইকোর্ট রুল দিয়েছেন। বাকিরাও আইনের আশ্রয় নিচ্ছেন।